পাক্ষিক

আহমদী

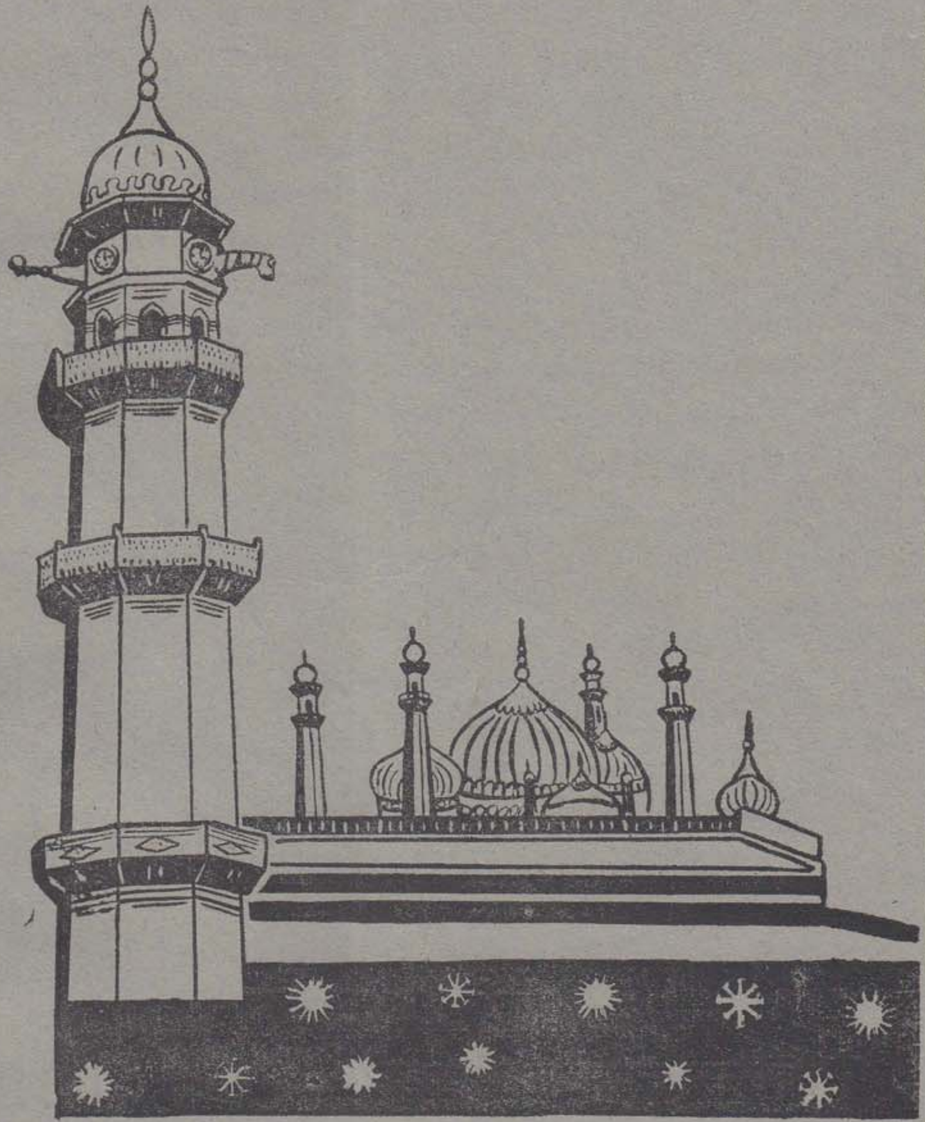

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১৯-২০শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫।২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৯-২০শ সংখ্যা
১৫-২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্মদ (রহঃ)	॥ ৩৫৭
॥ হাদিস	॥ অনুবাদক – মোহাম্মাদ	॥ ৩৫৯
॥ অমৃত বাণী	॥ ,, ,,	॥ ৩৬২
॥ বিশ্ব প্রকৃতি ও কোরআন	॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লা	॥ ৩৬৩
॥ অন্তর মুখী	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৩৬৫
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত ও তারুয়া জামাত	॥ মুহাম্মাদ আবদুল কাসেম	॥ ৩৬৬
॥ উদ্বোধনী বক্তৃতা	॥ মোহাম্মাদ	॥ ৩৭২
॥ সংবাদ	॥	॥ ৩৭৬

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫-৩০শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৮ সন : ১৮।১৯শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

২য় রুকু

১২॥ এবং মানুষ যে ভাবে পার্থিব সম্পদ আহরণে দ্রুততা করে, যদি আল্লাহ্ (অন্যায় আহরণের বিনিময়ে তাহাদের জন্য সেইরূপ আচরনের) অমঙ্গলে দ্রুততা করিতেন, তবে নিশ্চয় তাহাদের (জীবনের) মেয়াদকে তাহাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইত। (কিন্তু আমরা

তাহা পছন্দ করি না) এই জন্য যাহারা আমাদের সন্দর্শনের আশা রাখে না, তাহাদিগকে আমরা এমন ভাবে ছাড়িয়া দেই, তাহারা তাহাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত রূপে বিচরণ করে।

১৩॥ যখন মানুষের উপর কোন দুঃখ আসে তখন সে পার্শ্বোপরি শয়ন করিয়া, বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। অনন্তর যখন আমরা তাহার দুঃখ দূর করিয়া দেই, তখন সে এমন ভাবে (পাশ কাটাইয়া) চলিয়া যায় যেন, সে কোন দুঃখে পড়িয়া আমাকে ডাকে নাই। এই ভাবেই সীমা লঙ্ঘনকারীদের নিকট তাহাদের কৃত কর্মকে মনোহর করিয়া দেখান হইয়া থাকে।

১৪॥ এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্ববর্তী কত জাতিকে ধ্বংশ করিয়া দিয়াছি, যখন তাহারা অত্যাচার করিয়াছে এবং তাহাদের রসুলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনরাজি সহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে, তবুও তাহারা এইরূপ ছিল না যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। এই ভাবেই আমরা পাপাচারি জাতিদিগকে প্রতিফল দান করিয়া থাকি।

১৫॥ অতঃপর আমরা তোমাদিগকে তাহাদের পর পৃথিবীতে (তাহাদের) স্থলবর্তী করিয়া দিয়াছি, এই জন্য যে দেখিব তোমরা কিরূপ কার্য কর।

১৬॥ এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ পাঠ করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সন্দর্শনের আশা রাখে না, তাহারা বলে ইহা ব্যতীত অন্য কোরআন আনায়ন কর অথবা ইহাকে পরিবর্তন কর। তুমি বল ইহা আমার সাধ্য নহে যে, আমি নিজ হইতে ইহাকে পরিবর্তন করিব। আমি ত শুধু আমার উপর যে অহি নাযিল করা হয়, তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করিতে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি।

১৭॥ (হে মোহাম্মাদ) তুমি বল, যদি আল্লাহ্‌ (এই শিক্ষার বিপরীত অন্য শিক্ষা দিবার) ইচ্ছা করিতেন, তবে আমি ইহা তোমাদের নিকট পাঠ করিতাম না এবং তিনিও উহা তোমাদিগকে জানাইতেন না। বস্তুতঃ আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি তবুও কি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ কর না।

১৮॥ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, অথবা তাঁহার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া থাকে, তাহার চেয়ে অধিকতর অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? নিশ্চয় পাপীগণ (তাহাদের অভিপ্রায়ে) সহায়তা লাভ করিতে পারে না।

১৯॥ এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর পূজা করে, যাহা তাহাদের কোন আনিষ্ট করিতে পারে না এবং তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারেনা এবং তাহারা বলে এই (উপাস্য) গুলি আল্লাহ্‌র সমীপে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয় জানাইতে চাও, যাহা তিনি আকাশ সমূহে বা পৃথিবীতে আছে বলিয়া জানেন না? তিনি পবিত্র। যাহা তাহারা তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করে তিনি উহার বহু উর্দ্ধে।

২০॥ এবং সমস্ত মানুষ একই মণ্ডলিভুক্ত ছিল। অতঃপর তাহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতে লাগিল। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে পূর্ব সমাগত (প্রতিশ্রুতি)

বাক্য (প্রতিবন্ধক) না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা যাহাতে মতভেদ করিতেছে, তাহার মীমাংসা হইয়া যাইত।

২১॥ এবং তাহারা বলে এই রসুলের উপর কেন তাহার প্রভুর সমীপ হইতে কোন নিদর্শন অবতরণ করা হইল না? তুমি বল, অগোচর বিষয় সমূহের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

(ক্রমশঃ)

★

হাদিস

ভিক্ষা করা সম্বন্ধে

তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার রজ্জু লইয়া বাহির হইয়া যায় এবং এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া বিক্রয় করে, মানুষের নিকট চাওয়া অপেক্ষা ইহা উত্তম, কেহ কিছু দিক বা প্রত্যাখ্যান করুক।

(বোখারী)।

* * *

কাবেশা বিন মাখারেক (রাঃ) বলিতেছেন; আমি এক ঋণের জামীন হইয়াছিলাম এবং আমি রসুল (সাঃ)-এর নিকট গিয়া এইজন্য সওয়াল করিলাম। তিনি বলিলেন, হে প্রিয় কাবেশ, নিশ্চয়ই ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ তিনটি বিষয়ে ছাড়া।

১। যে ঋণের জন্য জামীন হয়, তাহার জন্য সওয়াল করা জায়েজ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা সংগৃহীত হয় এবং তাহার পর তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

২। যে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া বিপদগ্রস্থ হইয়াছে, তাহার জন্য জায়েয হইয়া যায় ভিক্ষা করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার রোজগারের ব্যবস্থা হয়।

৩। যে ব্যক্তি গুরুতর জরুরতে পড়ে, এবং তাহার জন্য তাহার কওমের তিনজন সাক্ষী দেয় যে, এই ব্যক্তি গুরুতর জরুরতে পড়িয়াছে। তাহার জন্য জায়েয হইয়া যায় ভিক্ষা করা, যতক্ষণ না তাহার রোজগারের ব্যবস্থা হইয়া যায়।

(মোসলেম)।

* * *

যে ব্যক্তি লাভের জন্য ভিক্ষা চায়, সে নিশ্চয়ই জ্বলন্ত অঙ্গার চায়। অতএব তাহাকে বলো যে, সে অল্পই ভিক্ষা করুক বা বেশী।

(মোসলেম)।

* * *

মানুষ ভিক্ষা করিতে করিতে কেয়ামতের দিনে উপস্থিত হইবে মাংস শূন্য মুখ লইয়া।

(বোখারী ও মোসলেম)।

* * *

ভিক্ষায় বাড়াবাড়ি করিও না।

আল্লার কসম তোমাদের মধ্যে কেহ আমার কাছে কিছু চাহিবে না, যাহার ফলে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু দেই এবং উহাতে তাহার বরকত হইবে না।

(মোসলেম)।

* * *

হাকিম বিন হাজাম (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট সওয়াল করিলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার তাহার নিকট চাহিলাম এবং তিনি আবার আমাকে দিলেন। পরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে হাকিম, এই অর্থ নিশ্চয়ই মধুর ও সুমিষ্ট। অতএব যে কেহ ইহা উদার মনে গ্রহণ করে, সে উহাতে বরকত পায় এবং যে কেহ ইহা সঙ্কুচিত মন লইয়া গ্রহণ করে, উহাতে সে বরকত পায় না। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করিল কিন্তু পরিতৃপ্ত হইল না। উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। হাকিম বলিল। হে আল্লার রসুল। যিনি আপনাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমি আপনার পরে আর কাহারও নিকট কোন কিছুর জন্য হস্ত প্রসারিত করিব না, যতদিন এই পৃথিবীতে থাকি।

(বোখারী ও মোসলেম)।

ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল (সাঃ) মিম্বারে চড়িয়া সদ্‌কার সম্বন্ধে এবং ভিক্ষা হইতে বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেছিলেন; উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। যে হাত দান করে, উহা উপরে অবস্থিত এবং ভিক্ষার হাত নীচে অবস্থিত।

(বোখারী ও মোসলেম)।

* * *

আবু সাইয়েদ আল খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনসার রসুল (সাঃ)-এর নিকট সওয়াল করিল এবং তিনি তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহার পর তাহারা আবার তাহার নিকট চাহিল এবং তিনি আবার দান করিলেন। এইভাবে তাঁহার নিকট যাহা ছিল, সব শেষ হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট যাহা কিছু আসে তাহার কিছুই আমি নিজের জন্য রাখি না। এবং যে কেহ ভিক্ষা হইতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং যে কেহ নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে, আল্লাহ তাহাকে অভাব মুক্ত করিবেন এবং যে কেহ ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ তাহাকে ধৈর্য দেন এবং ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বড় দান কিছুই নাই।

(বোখারী ও মোসলেম)।

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষা করা দোযখের অগ্নি চাওয়ার তুল্য। রসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কে, যাহার জন্য ভিক্ষা নিষিদ্ধ? তিনি বলিলেন, যাহার সকাল এবং সন্ধ্যার খাদ্য আছে সে-ই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সেই ব্যক্তি, যাহার একদিনের খাদ্য আছে অথবা একরাত্র ও একদিনের।

(আবু দাউদ)।

* * *

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা নিষিদ্ধ এবং যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও সমর্থ তাহারও জন্য; পরন্তু যে একান্ত অভাবে কিংবা ধ্বংসকারী ঋণে পতিত হইয়াছে। যে কেহ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করে, কেয়ামতের দিনে তাহার মুখ আঁচড়ে ভরা থাকিবে এবং সে দোজখের উত্তপ্ত প্রস্তর ভক্ষণ করিবে। অতএব যে কেহ চাহে, অল্প ভিক্ষা করুক, বা যে কেহ চাহে, বেশী ভিক্ষা করুক।

(তিরমিজি)।

তোমাদের নিকট যাহার কাছে ৪০ দিনার (একশত টাকা বা তাহার তুল্য সামগ্রী) আছে, তাহার ভিক্ষা অর্থাপেশার পরিচায়ক।

(মালেক)।

* * *

যে কেহ ক্ষুধার্ত হইয়া উহার জন্য মানুষের নিকট যায়, তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। যে কেহ আল্লার নিকট যায়, শীঘ্রই তিনি তাহাকে অভাব মুক্ত করিবেন, দ্রুত মৃত্যু দিয়া অথবা দ্রুত সম্পদ দিয়া।

(আবু দাউদ)

* * *

রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ মানুষের নিকট ভিক্ষা না করিবার জন্য আমার নিকট জিম্মা হয়, আমি তাহার জন্য জান্নাতের জিম্মা হইতেছি। সাওবান বলিলেন, আমি ইহার জিম্মা হইতেছি। ইহার পর তিনি আর মানুষের নিকট কিছু চান নাই।

(আবু দাউদ)।

* * *

ভিক্ষুককে অন্ততঃ ছাগল বা অন্য জীবের পায়ের পোড়া খুর দিয়াও বিদায় কর।

(মালেক)।

* * *

সায়েলের ভিক্ষুকের প্রতি এক কর্তব্য রহিয়াছে যদিও সে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসে।

(আবু দাউদ)।

* * *

আবু জার (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল (সাঃ) একটি শর্তে আমার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, তুমি কাহারও নিকট কিছু চাহিবে না। আবু জার বলিলেন, হাঁ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেন, এমন কি যদি তোমার ছড়িটিও পড়িয়া যায়, তুমি অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া আসিবে এবং নিজে উহা তুলিয়া লইবে।

(আহমদ)।

* * *

আলী (রাঃ) রেওয়াত করিয়াছেন, তিনি আরফাতের দিনে একজন মানুষকে ভিক্ষা করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতেছ? তাহার পর তিনি তাহাকে একটি ছড়ি দিয়া মারিলেন। (রাযিন)।

অনুবাদক—মোঃ মোহাম্মাদ

★

অমৃত বাণী

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

একটি ফারসী কবিতা

১। সাবধান, সুবিবেচক ও পবিত্রমনা! পার্থিব লোভে ধর্ম বিনষ্ট করিও না।

২। এই নশ্বর দুনিয়ায় মুগ্ধ হইও না; কেননা ইহার সুখেও শত দুঃখ নিহিত থাকে।

৩। তোমার চৈতন্যের কর্ণ যদি খোলা থাকে, তবে তোমার কবর হইতে এই ডাক শুনিতে পাইবে—

৪। "হে আমার গ্রাস, কিয়দ্দিনের জন্য তুচ্ছ পৃথিবীর চিন্তায় দগ্ধ হইও না।"

৫। যাহারা এই তুচ্ছ পৃথিবীতে লিপ্ত হইয়াছে—দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে আবদ্ধ হইয়াছে।

৬। যাহারা মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং পৃথিবী হইতে চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া (সঠিক) পথে চলিয়াছে।

৭। প্রবাসে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরম বন্ধুর দিকে যাত্রা করিয়াছে এবং দুনিয়া হইতে সকল আসবাবপত্র গুটাইয়া লইয়াছে।

৮। পরকালের জন্য স্ফূর্তির সহিত কোমর বাঁধিয়াছে—এই মোহময় গৃহের সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছে।

৯। এ জীবন সম্পূর্ণ রহস্যময়, কয়দিন থাকিতে হইবে জানা নাই; এই জন্য এই স্থান হইতে হৃদয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই শ্রেয়।

১০। প্রিয় বৎস, কোরআন যে নরকের সংবাদ দিয়াছে, এই দুনিয়ার লালসাই সেই নরক!

১১। যখন অবশেষে, এই পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতেই হইবে, এবং যেহেতু এই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেই হইবে,

১২। সুধিজন ইহাতে হৃদয় আকৃষ্ট করিবে কেন? হেমন্তের বায়ু যেহেতু হঠাৎ ইহার পুষ্পে প্রবাহিত হইবে,

১৩। এই ব্যাভিচারিণীর প্রতি মুগ্ধ হওয়া অন্যায়, যেহেতু সে সত্য ধর্ম ও পবিত্রতার শত্রু।

১৪। এই দু'মুখী প্রেমিকার প্রেমে কি লাভ? কখনো সন্ধি, কখনো যুদ্ধ করিয়া সে তোমাকে বিনাশ করে।

১৫। কেন সেই প্রেমাধারের সহিত হৃদয় বাঁধ না, যাঁহার ভালবাসা ভারী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবে?

১৬। হে অর্বাচীন, যাও, পরিণামের চিন্তা কর; সাদীর কথাই শোন, যদি আমার কথা না শোন—

১৭। "তোমার মৃত্যুর দিন তোমার পরিণয়ের দিবস হইবে, যদি পুণ্য ও নেকির সহিত তোমার পরিণাম হয়।",

★

—বিশ্ব-প্রকৃতি ও কোরআন—

মোহাম্মাদ মুহিবুল্লা

বিশ্ব-প্রকৃতি খোদাতালার কাজ এবং কোরআন তাঁহার বানী। এই কারণেই এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না, থাকাও সম্ভবপর নহে। এই কারনেই কোরআনের শিক্ষা মানব প্রকৃতির অনুকুলে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআনের পাতায় যাহা লেখা বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে তাহাই দৃশ্য। কোরআনের প্রতিটি শিক্ষা এবং প্রত্যেক দৃষ্টান্তই মহাজ্ঞানে পরিপূর্ণ। কোরআনের কোন শিক্ষা সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। কোরআন নিজেই দাবী করিয়াছে ঃ

ذلك الكتاب لا ريب فيه ٥

'এই মহাগ্রন্থ সমূহের মধ্যে কেরেআনই একমাত্র এইরূপ ধর্মগ্রন্থ যাহা মানব জাতিকে ইহার প্রতিটি কথা যাচাই করিবার জন্ম আহ্বান জানাইতেছে ঃ

ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت -
فارجع البصر هل ترى من فطور -
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك -
البصر خاسئا وهو حسير ٥

অর্থাৎ "তুমি রহমান খোদার সৃষ্টিতে কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিতে পাইবেনা। তুমি তোমার দৃষ্টি এদিক ওদিক ফিরাও কোন ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হয় কি? তৎপর পুনঃ পুন: চারি দিকে তাকাও অবশেষে তোমার দৃষ্টি তোমার দিকে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, (তাঁহার সৃষ্টিতে কোন ত্রুট দেখিতে পাইবেনা)। (২৯:৬৭ঃ ৪, ৫,)

অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে কোরআন প্রতি দ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জ দিতেছে।

فأتو بسورة من مثله

অর্থাৎ "হে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ! যদি তোমাদের শক্তি থাকে তাহা হইলে ইহার অনুরূপ কিয়দাংশ আনয়ন কর।

মনে রাখ জিন ও ইন্সান পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিলেও ইহার অনুরূপ আনয়ন করা সম্ভবপর নহে। অতএব কোরআনই কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট। তেরশত বৎসর পূর্বে কোরআন যে সত্যের সন্ধান দিয়াছে আজও বিজ্ঞান মণ্ডলী (জেন সম্প্রদায়) সেই সত্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। কত বৎসর লাগিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। যুগ যুগ ধরিয়া আবিষ্কার করিতে থাকিলেও তাহারা দেখিতে পাইবে যে, এখনও তাহারা সর্বস্ব ও শেষ করিতে পারে নাই। বহু কাল অতিবাহিত হইতে থাকিলেও কোন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উহা শেষ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবেনা। মোট কথা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানব জাতি ও জিন জাতি কখনও কোরআনের মহাসত্যকে পুনঃ পুনঃ আবিষ্কার করিয়া শেষ করিতে পারিবেনা।

বহুকাল যাবত পরমানু তত্ত্ববিদ্‌গণ তর্ক করিয়া আসিতেছিল যে, পরমানু বিভক্ত হইতে পারে কিনা। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ভারতীয় এবং গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণ চিন্তাই করিতে পারে নাই যে, পরমাণু বিভক্ত হইতে পারে। একমাত্র মুসলিম দার্শনিক এবং কর্ডোভা বিশ্ব বিদ্যালয়ের দার্শনিক চিন্তাবিদরাই উহা বিভক্ত হইবার যুক্তি দিয়া আসিতে ছিলেন। অথচ কোরআন প্রত্যেক বস্তুকেই যুগ—সৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

وخلقنا كل شيءٍ زوج -

অর্থাৎ 'এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকেই জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।'

বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুই হাঁ, এবং না', সূচক নির্দেশ দ্বারা সৃষ্ট। এখন দেখা যাইতেছে যে, আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি একমাত্র পরমানু সম্পর্কেই গবেষণা এখনও শেষ হয় নাই, মাত্র পরমানুর 'না' দিকটাই আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক গণের এত গর্ব তাহারা এতটুকু আবিষ্কার করিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, অথচ ইহা ধ্বংসাত্মক দিক, যাহা মানুষের অকল্যানেই গঠিত করিয়া থাকে। ইহার 'হাঁ' দিকটা যাহা কল্যানের দিক। উহা ব্যাপক ভাবে কাজে লাগাইতে সক্ষম হইলে কত যে আনন্দ আসিবে উহার সীমা পরিসীমা নাই। তখন পৃথিবীর মানুষ একশত গুণ বাড়িলেও খাদ্যের কোন ঘাটতিরই প্রশ্ন আসিবেনা। এখন একর প্রতি ৮০ অথবা ৮৮ মণ ধান ফলন দেখিয়াই আমরা বিস্ময় বোধ করিতেছি, কিন্তু যখন একর প্রতি তিনশত মণ ধানের ফলন হইবে তখন আর বিস্ময়ের সৃষ্টি হইবেনা। মোট কথা, পরমানু সম্পর্কেই গবেষণা এখনও শেষ হয় নাই। অন্যান্য বিষয় বস্তুতঃ এখনও অসংখ্যাক পরিমাণে রহিয়াছে, যাহার নামকরণ পর্যন্ত আজও শেষ হয় নাই। এমন কি আল্লাহতালার সৃষ্টি কোন্ কোন্ জগতে আছে, তাহাও আজ পর্যন্ত মানুষ অবগত হইতে পারে নাই। এ সম্পর্কে কোরআন ঘোষণা করিতেছে,

يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم -

অর্থাৎ 'আকাশ সমূহে এবং ভূতলের সকল অধিবাসীরাই তাঁহার পবিত্রতা ও ত্রুটি হীনতার কথা ঘোষণা করিয়া থাকে, এবং তিনি পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাবান।' (৫৯ : ২৪)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্রহ নক্ষত্রাদিতেও অধিবাসী রহিয়াছে এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার বিধান মানিয়া চলিতেছে। কোরআন তেরশত বৎসর পূর্বেই ইহা ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ সবেমাত্র বিভিন্ন গ্রহে যাইবার চেষ্টা চালাইতেছে। ইহাও হইল একমাত্র সৌর জগতের কথা। ইহার পর সৌরজগতের প্রান্ত আরও যে, কত জগত আছে তাহার দুই দিক কোথায়? 'তোমার দৃষ্টি তোমার দিকেই ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে।' তাঁহার সৃষ্টির কোন কুল কিনারা নাই ও পাইবে না।

ইদানিং পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই খোদা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও ইসলামে কোন বিরোধ নাই, ঘোষনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঢাকা, ১৭ই আগষ্ট। —"বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যাহারা উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখে তাহারা বিজ্ঞান ও ইসলাম উভয় ক্ষেত্রেই অজ্ঞ।"

স্থানীয় ইসলামিক একাডেমীতে স্বাধীনতা দিবসে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা কালে ডক্টর মুহাম্মদ কুদরত-ই-খোদা উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, "পবিত্র কোরআনের মতে প্রতিটি মুসলমানের উপলব্ধি ও চিন্তা করা কর্তব্য। মানুষ জ্ঞানার্জন ছাড়া ইসলাম প্রদত্ত খ্যাতির আসনে বসিতে পারেনা।"

তিনি সকলের প্রতি কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হওয়ার আহ্বান জানান।

পি, পি, এ
১৭।৮।৬৫

সেদিন বেশী দূরে নহে, যে দিন কোরআনের মহাসত্য বৈজ্ঞানিক গণের অন্তরে ঝঙ্কৃত হইবে এবং তাঁহারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এবং পৃথিবী সমৃদ্ধশালীহইবে।

★

অন্তর মুখী

মোহম্মাদ মোস্তফা আলী

খোদার রংগে রংগীন হওয়া :

সুরা বাকারার ১৩৮ আয়াতের বাংলা তর্জমা হলো :
"খোদার রং (ধর্ম) আমাদিগকে রংগীন করিয়াছে। এবং খোদার চেয়ে ভাল রং কাহার? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদত করি।"

যারা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা দিয়ে কোরআনের শিক্ষা ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে শত বাঁধাবিপত্তি সত্বেও নিজেদের জীবন পথে এগিয়ে চলে তারাই মাত্র বলিতে পারে—আমরা খোদার রংগে রংগীন হয়েছি। অর্থাৎ আমরা খোদার গুণাবলী বা প্রদত্ত ধর্মকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটিয়েছি। এরূপ ঘটা তখনই সম্ভবপর হতে পারে যখন আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবো যে, আল্লাহর গুণাবলী বা প্রদত্ত ধর্মের চেয়ে মানুষের মনগড়া বা চিন্তাপ্রসূত কোন ধর্ম বা আদর্শ অধিকতর ভাল বা সুন্দর হতে পারে না। এই অনুভূতিকে জীবনের প্রতিস্তরে আমলি রূপ দিতে গিয়ে সর্বপ্রকার শিরিক হতে দূরে সরে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এর কোনই ব্যতিক্রম হতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বর্তমান মোসলেম জাহান ইসলামের এই শিক্ষা হতে কত দূরে আছে। তাদের রং দেখে দুনিয়া আর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় না। নিশ্চয় 'খোদার চেয়ে ভাল রং কাহার?'

এই বাক্যের প্রতিফলন তাদের জীবনে হচ্ছে না। যত শীঘ্র তারা তাদের বর্তমান রং বদলাতে এবং আল্লাহর রং গ্রহণ করতে তৎপর হয় ততই তাদের ও দুনিয়ার জন্য মংগল।

ওজন কম দেয় ওরা কোন সাহসে :

সুরা তত্‌ফীফের প্রথম ৬টি আয়াতের বাংলা তর্জমা হলো :

"যাহারা ওজনে কম দেয় তাহাদের জন্য আক্ষেপ। তাহারা যখন লোকের নিকট হইতে নিজেদের জন্য মাপিয়া লয়—পূরা মাপ লয়। কিন্তু যখন লোকদিগকে মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম করিয়া দেয়। আচ্ছা, এসব লোক কি মনে করে না যে, মরণের পরে বিচারের জন্য পুনরায় তাহাদিগকে একদিন উঠিতে হইবে? ইহা মহা বিচারের দিন, যেদিন সব বিশ্ব প্রভুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে।"

যারা মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েও ওজন বা মাপের ব্যাপারে শুধু আপনার মতলব হাসেলের ফিকিরে থাকে, অপরকে ঠকিয়ে সফলতার আনন্দে বিভোর হয় তাদের হৃদয় কি কোরআন করীমের উপরোক্ত আয়াত গুলো পড়ে একটুও কেঁপে ওঠে না। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে কোরআনের শিক্ষার উপর তাদের বিন্দুমাত্রও ইমান নেই। কখনও প্রকৃত ইমান ও আমলকে আলাদা করা যায় না। তবে মোনাফেকদের কথা আলাদা। তারা স্বার্থের জন্য যেকোন হীন কাজ করতে পারে। কোরআনের উপরোক্ত শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের আমলের বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকাই হবে প্রকৃত মোমেনের কাজ। বাস্তব জীবন হতে কোরআনের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে মুসলমান বলে মৌখিক দাবীতে আল্লাহর মহা বিচারের হাত হতে রেহাই পাওয়া যাবে না। কারণ ওজন বা মাপের হের-ফেরে যাদেরকে ঠকানো হয়, তারাও যে আল্লাহরই আদরের বান্দা। সেইদিন সব মানুষই যে তাঁর দরবারে হাজির হবে।

★

ইতিহাস ঃ

পূর্ব-পাকিস্তানে আহমদীয়ত
ও
তারুয়া জামাতের কথা

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মদ আবুল কাসেম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহাবী

আল্লাহতায়ালার অশেষ করুণা যে, তিনি বাঙ্গালী জাতিকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহাবীর মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। বাংলার আহমদীয়া জামাতের পরম গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালার দুইজন নেক বান্দা হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর জীবনকালে বয়াত গ্রহণ করিয়া সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতঃ আহমদীয়তের ইতিহাসে বাংলার আহমদীদের সম্মান ও মুখ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছেন। সর্বপ্রথম বাংলার যে বুজুর্গ আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলবর্তী বটতলী গ্রামের অধিবাসী মরহুম হযরত মৌলবী আহমদ কবির নূর মুহাম্মদ সাহেব (রাজিঃ)। দ্বিতীয় সাহাবী হইলেন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নাগের গাঁও গ্রামের অধিবাসী মরহুম হযরত মৌলবী রহিসউদ্দিন খান সাহেব (রাজিঃ)। তিনি বর্মা দেশে থাকিয়া পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে চাকুরী করিতেন।

দুঃখের বিষয় যে, এই নেকবান্দাদ্বয়ের বিস্তারিত কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়ার উপায় নাই। তাঁহারা কবে এবং কিভাবে আহমদীয়তের পয়গাম লাভ করিয়াছিলেন এবং আহমদীয়ত গ্রহণের ফলে তাঁহাদের জীবনের উপর দিয়া কি অবস্থা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও উল্লেখিত সাহাবীদ্বয় বাংলার আহমদীয়তের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। আর এই কথা অনায়াসে বলা চলে যে, বাংলা দেশে আহমদীয়ত বিস্তারের মূলে তাঁহাদের দোয়া বিশেষভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে!

খান সাহেব হযরত মৌলবী মোবারক আলী খান

উল্লেখিত সাহাবীগনের পর বাংলার আহমদীয়তের ইতিহাসে যে নেকবান্দার নাম আসে, তিনি হইলেন আহমদীয়া জামাতের ভূতপূর্ব আমীর বগুড়ার খান সাহেব হযরত মৌলবী মোবারক আলী খান বি. এ বি.টি. সাহেব। তিনি স্বপ্নযোগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের ইসারা লাভ করিয়াছিলেন। হযরত মৌলবী মোবারক আলী খান সাহেব ইংরাজ আমলে অবিভক্ত বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ জেলা অফিসার ছিলেন। তাঁহার কর্মকুশলতার কারণে তিনি গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে "খান সাহেব" খেতাব লাভ করেন। খলিফার আহ্বানে তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া জামাতের খেদমতে জীবন উৎসর্গ

করিয়া দেন। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমা বোর্ডে তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি সিলসিলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে উল্লেখযোগ্য খেদমত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। খলিফার নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি আহমদীয়তের পয়গাম লইয়া মিশনারী রূপে দীর্ঘকাল জার্মাণ ও ইংলণ্ডে ইসলাম প্রচারের কাজ পরিচালনায় অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে জার্মাণ ও ইংলণ্ডে তৎকালে আহমদীয়ত লইয়া বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং জার্মাণ—ইংলণ্ডবাসী বহু খৃষ্টান আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার আমীর হিসাবেও তিনি জামাতের উল্লেখযোগ্য খেদমত করিয়া সকলের স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই মহাপুরুষের কর্মময় জীবনাদর্শ বিভিন্নভাবে আহমদীয়তের ইতিহাসের পৃষ্টাকে উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার আহমদীয়তের কর্মময় জীবনের প্রথম ভাগ প্রবাসে না কাটিলে, বাংলা দেশে (তদানিন্তন অবিভক্ত বাংলা) আহমদীয়তের বিস্তার ও জামাত সৃষ্টির মূলে যে তাঁহার নাম সর্বাগ্রে গন্য হইত তাহা সুনিশ্চিত। কারণ তিনি মরহুম "বড় মৌলানা" হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেবের বহু পূর্বে বয়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহপাক তাঁহার হায়াত দরাজ করুন (আমীন)। বর্তমানে এই বিষয় কর্মী পুরুষ বার্দ্ধক্যবশতঃ জামাতে কোন কাজে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়ত বিস্তারঃ বিজ্ঞাপন

পূর্ব-পাকিস্তানে আজ সহস্র সহস্র আহমদী এবং জামাত সমূহ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এক অলৌকিক ব্যাপার। তৎকালীন বাংলা দেশে আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন মোবাল্লেগ বা প্রচারকের শুভাগমন হয় নাই। আল্লাহ্‌র মামুরের আবির্ভাবের পয়গাম বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিল বিপ্লব সৃষ্টিকারী একখানা মাত্র সাধারণ বিজ্ঞাপন। বাংলা দেশে আহমদীয়া জামাত সৃষ্টির মূলে সেই ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপনখানা আসিয়াছিল অদ্ভূত উপায়ে, ঔষধের পার্শেলের ভিতর দিয়া।

আখাউড়া রেলওয়ে জংশনের সন্নিকট দেবগ্রাম নিবাসী মরহুম জনাব দৌলত আহমদ খান নামে একজন উকীল তৎকালীন পত্রিকাদ্বয়ের রাজধানী লাহোরের মরহুম হেকিম জনাব মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন কোরেশী (রাজিঃ) সাহেবের নিকট হইতে নিজের ব্যবহারের জন্ম "মোফাররে আম্বরী" নামক একটি প্রসিদ্ধ হেকিমী ঔষধ ডাকযোগে আনয়ন করিয়াছিলেন। হেকিম সাহেব ছিলেন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহাবী এক নেক ও ভক্ত আহমদী। তিনি ঔষধের পার্শেলের ভিতর হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) শুভাগমন ও দাবী সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন খানা পুরিয়া দিয়াছিলেন।

কে জানিত যে এই সামান্য বিজ্ঞাপন খানা এইরূপ এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিবে? উর্দুতে ছাপানো বিজ্ঞাপন খানা ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা পত্র মনে করিয়া জনাব মরহুম উকীল সাহেব ঔষধ সেবনের নিয়ম বিধি ভালভাবে বুঝিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে পাক-ভারত বিখ্যাত আলেম ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার মৌলানা হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেবের খেদমতে বিজ্ঞাপন হাতে লইয়া উপস্থিত হন। বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেব উকীল সাহেবকে জানাইয়া দিলেন যে, ইহা ঔষধ সেবনের কোন ব্যবস্থাপত্র নহে। মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) নামক এক ব্যক্তি পাঞ্জাবের কাদিয়ান বস্তী হইতে হযরত

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী করিয়াছেন ; ইহা তাঁহারই দাবীসংক্রান্ত এক আহ্বান।

মৌলানা সাহেব বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীদার আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর সঙ্গে লিখিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হযরত মৌলানা সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী সমূহ লইয়া লিখিত ভাবে আলোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বুরহানে আহমদীয়ার" পঞ্চম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচনা চলাকালে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এক পত্রে মৌলানা সাহেবকে জানাইয়া ছিলেন যে, তিনি বাংলা দেশ হইতে সত্যের সুগন্ধ পাইতেছেন। হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) উপরোক্ত উক্তির গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। উল্লেখিত উক্তি লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিলে বাংলা দেশে আহমদীয়তের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রত্যাক্ষ করা যায়।

বাংলা দেশে অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়ত বিস্তারের সূত্র নিয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট ভাবে এক শক্তিশালী অদৃশ্য হস্তের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা মানব চক্ষুর অন্তরালে তাঁহার মহান ইচ্ছায় যে নাস্তি হইতে অপরূপ কৌশলে অস্তিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, বাংলা দেশে আহমদীয়তের বুনিয়াদ ইহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার হেকমত যেমন অতি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষকে অতি ক্ষুদ্রকায় দানার মধ্যে সুরক্ষিত রাখিতে পারেন ; তেমনি একখানা সামান্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁহার মামুরের আহ্বানের উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত রাখিয়া এবং যথা সময়ে ইহার বিস্তার করিয়া বিরাট আলোড়ন সৃষ্টির ভিতর দিয়া বাংলার অগনিত মানুষের জন্য হেদায়তের ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মহিমা বুঝা মানবের সাধ্যাতীত। জ্ঞানীদের জন্য ইহাতে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় রহিয়াছে।

মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেব

পূর্ব পাকিস্তানে বাকায়দা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেব, এতদাঞ্চলে প্রসিদ্ধ আলেমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অঞ্চলের সর্বত্র "বড় মৌলানা সাহেব" বলিয়া কথিত ও পরিচিত ছিলেন। মৌলানা সাহেব কুরআন হাদীস ও ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। স্বদেশে লেখাপড়া সমাপন করিয়া তিনি আরবী, পার্শি এবং ইসলামিক শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য লাক্ষ্মৌ চলিয়া যান। তৎকালীন ভারত বিখ্যাত আলেম লাক্ষ্মৌর আল্লামা মরহুম আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মহলীর সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল থাকিয়া ইসলামিক শাস্ত্র সমূহে অসাধারণ এলেম হাসেল করেন এবং বিভিন্ন দিকে তাঁহার ও প্রতিভা বিস্তার লাভ করে। মরহুম আল্লামা আবদুল হাই ফেরেঙ্গী মওহলীর পিতা একজন অতি প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি হায়দরাবাদ নিজাম সরকারের প্রধান কাজী বা জজের সম্মান জনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নিজাম বাহাদুর এই পদের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিয়া দেওয়ার জন্য আবদুল হাই সাহেবকে অনুরোধ জানাইলে তিনি এই পদের জন্য মরহুম মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাজিঃ) সাহেবকে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি রূপে পদ গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া ছিলেন। মৌলানা

সাহেব এই প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না। যদিও ইহা তাঁহার পক্ষে এক সম্মান জনক পদ ছিল। রাজি না হওয়ার কারণ রূপে জানাইয়া ছিলেন যে, তাঁহার অবর্তমানে গৃহে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা যত্নের ত্রুটি হইতে পারে। তদুপরী তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের দুরাবস্থা তাঁহার মনে গভীর ভাবে পীড়া দিতেছিল।

বাংলার মুসলমানদিগকে কিভাবে জাগাইয়া তোলা যায়, তিনি সেই চিন্তা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে, ও ধর্মনৈতিক দিক দিয়া তাহারা ছিল নেহায়েত অজ্ঞ ও উদাসীন এবং নানা প্রকার কুসংস্কারে অবদ্ধ। শিক্ষার দিক দিয়া যেমন তাহারা ছিল পশ্চাতে, তেমনি ব্যবসায়, বানিজ্য ও জাগতিক দিক দিয়া সর্ব ক্ষেত্রে তাহারা ছিল অনগ্রসর এক অবহেলিত অবস্থায় পতিত। মৌলানা সাহেব স্বাধীন ভাবে থাকিয়া বাংলার দুর্দ্দশা গ্রস্থ মুসলমান সমাজের খেদমত ও উন্নতি সাধনের চিন্তা করিয়া হায়দরাবাদ নিজাম সরকারের কাজী উল্ কুজ্জার সম্মান জনক পদ পরিহার করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসেন। আল্লাহতায়ালা যে তাঁহার অন্তরের নেক ইচ্ছাকে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার আহমদীয়ত গ্রহণের মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অন্নদা মডেল হাই স্কুলে

মৌলানা সাহেব দেশে আসিয়া মুসলমান সমাজে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের ভিতর দিয়া মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বগৃহে একটি ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করিয়া ছিলেন। মৌলানা সাহেবের আহ্মদীয়ত গ্রহণ করার কারণে পরে পতিষ্ঠানটি বন্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অঞ্চলের বহু মুসলমান ছাত্র তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়াছিলেন।

পীরের খান্দান হিসাবে মৌলানা সাহেবের ভক্ত অসংখ্য মুরীদান ছিল। মানুষের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার ছিল নিরহংকার এবং মহব্বত পূর্ণ। হিন্দু মুসলমান সকলই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আহমদীয়ত গ্রহণ করার কারণে তাঁহার স্থাপিত মাদ্রাসাটি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অন্নদা হাই (অধুনা মডেল) স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন।

মৌলানা সাহেবের সঙ্গে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর লিখিত সওয়াল জওয়াব তাঁহার ভক্ত মুরীদান ও সহরের বহুগন্য-মান্য ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন। মৌলানা সাহেব শেষ পর্যন্ত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়া বয়াত গ্রহনের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। এইদিকে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও মুরীদানের মধ্যে ইহা লইয়া গভীরভাবে আলোচনা হইতে থাকে। সকলে সম্মিলিত হইয়া পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, আহমদীয়ত সম্বন্ধে ভালভাবে জানিয়া লওয়ার জন্য সকলের পক্ষ হইতে মৌলানা সাহেবকে এবং তাঁহার সঙ্গে আরও তিনজনকে কাদিয়ান পাঠান হইবে। তাঁহার সঙ্গে যে তিনজন বুজুর্গ কাদিয়ান গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন জনাব মরহুম দানু মুন্সী, সাং ছিনাই আনি। দ্বিতীয়জন হইলেন মরহুম মুন্সী এমদাদ আলী চৌধুরী, সাং পুনি আউট। তৃতীয় জন হইলেন জনাব মরহুম মুন্সী দিল্লর আলী সাহেব, সাং কুড়ি ঘর। তিনি বয়াত গ্রহণ করিয়া কাদিয়ানেই স্থায়ী ভাবে থাকিবার ইচ্ছায় মৌলানা সাহেবের সঙ্গে ফিরিয়া না আসিয়া তথায় থাকিয়া যান। বহু বৎসর পর জনাব মুন্সী

সাহেব একবার বাংলা দেশে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া পুনঃ কাদিয়ান চলিয়া যান। ইহার পর আসেন নাই।

মৌলানা সাহেবের কাদিয়ান যাত্রা

মৌলানা সাহেব বন্ধু-বান্ধব ও মুরীদানের অনুরোধে সঙ্গীগণকে লইয়া আহমদীয়ত সম্বন্ধে গভীর ভাবে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাতের তৎকালীন কেন্দ্র কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহার যাত্রার কিছু কাল পূর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নশ্বর জীবনের কর্তব্য সাধন করিয়া তাঁহার পিয়ারা মৌলার সান্নিধ্যে চলিয়া যান (ইন্নালিল্লাহে…)। মৌলানা সাহেব যাত্রাপথে তাঁহার পরিচিত এবং অপরিচিত তৎকালীন পাক ভারতের বিখ্যাত উলামাদের সঙ্গে আহমদীয়ত সম্পর্কে অনেক আলোচনা ও বুঝা পড়া করিয়া শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানে উপস্থিত হন। কাদিয়ান পৌঁছিয়া মেহমান হিসাবে তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং আহমদীয়া জামাতের কার্যপদ্ধতি, সংগঠন, উদ্দেশ্য ও আহমদীগণের সরলতা, ত্যাগ ও ধর্ম পরায়নতা সব কিছু তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া সকলেই আহমদীয়ত গ্রহণের জন্য আকৃষ্ট হইয়া উঠেন। মৌলানা সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলিফা হযরত আল্লামা হেকিম নুর উদ্দিন (রাজিঃ) হস্তে বয়েত গ্রহণ করিয়া ১৯১৩ সনে আহমদীয়া জামাতে দাখেল হইয়া ছিলেন।

মরহুম মৌলানা সাহেব শেষ জীবনে দুঃখের সহিত প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার এলেম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণের পথে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়াইলে তিনি আল্লাহর মামুরের পবিত্র হস্তে বয়েত গ্রহণ করিয়া আল্লাহর দরবারে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেন।

জজবাতুল হক

মৌলানা সাহেবের কাদিয়ান যাত্রা পথে পাক ভারতের যে সমস্ত বিখ্যাত আলেমগণের সঙ্গে আহমদীয়ত নিয়া আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা মৌলানা সাহেব "জজবাতুল হক" নাম দিয়া বাংলা ভাষার পুস্তক আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তক খানা পাঠে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। মৌলানা সাহেবের সঙ্গে অপরাপর বিখ্যাত আলেমগণের কথোপকথনের ভিতর দিয়া অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। পুস্তক খানা তৎকালীন মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। আহমদিয়া মতবাদ সম্বন্ধে মানুষের ভুল ধারণা খণ্ডন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমণ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে হাদীস গ্রন্থে ব্যবহৃত রূপক উক্তি সমুহের যুক্তি পূর্ণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকায় পুস্তক খানা আহমদীয়ত প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

তবলীগ ও বিরোধিতা

কাদিয়ান হইতে দেশে ফিরিয়া মৌলানা সাহেব আহমদীয়া মতবাদের সত্যতা প্রচার করিয়া জন সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। মানুষের মুখে আহমদীয়ত ও হযরত ইমাম মাহদী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও হাদীস লইয়া নানা প্রকার আলোচনা হইতে থাকে। মৌলানা সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। মৌলানা সাহেবের আহমদীয়তের যুক্তি পূর্ণ প্রচারনার ফলে আলেম উলামাগণ উত্তর দানে অক্ষম হইয়া বিভিন্ন ভাবে উত্তেজনা বিস্তার করিয়া আহমদীয়ত প্রচারের বিরুদ্ধ রুখিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সম্মিলিত ভাবে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদের (আঃ) বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা ও অপ-

প্রচারের তুফান চালাইয়া দিল। সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল যে "বড় মওলানা সাহেব" কাদিয়ানী হইয়া কাফের হইয়া গিয়াছেন। আলেম উলামাগণ সৈয়দ ওয়াহেদ সাহেবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে "কাফের" ফতুয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে ছালাম—কালাম ও যাবতীয় লেন—দেন ছাফ, হারাম বলিয়া প্রচার করতঃ তাঁহার সান্নিধ্য হইতে লোকজনকে কঠোর ভাবে ফিরাইয়া রাখিতে লাগিল। অবস্থা খারাপ দেখিয়া মৌলানা সাহেবের ভক্তদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির ছিল, সতর্কতার সহিত দূরে সরিয়া পড়িল। অনেকে বাহিরের চাপ উপেক্ষা করিতে না পারিলেও প্রকাশ্য ভাবে দেখা সাক্ষাৎ বন্দ করিয়া অন্তভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া শহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সীমরাইল কান্দির উত্তর পাড়ার ৮০ জন লোক এক সঙ্গে বয়াত গ্রহণ করিয়া লওয়ায় মৌলানা সাহেবের শক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইল। সীমরাইল কান্দির উত্তর পাড়া বর্তমানে "আহমদী পাড়া" বলিয়া পরিচিত। পাড়ার অধিকাংশ লোকই আহমদী। যথায় আহমদীয়া জামাতের একখানা পাকা মসজিদ, মক্তব ও খুদ্দামদের অফিস ও লাইব্রেরী রহিয়াছে। এই সকল নির্ভীক আহমদীগণ যাবতীয় বাঁধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া মৌলানা সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিলিত হইয়া আহমদীয়তের প্রচারের পরিকল্পনা নিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধবাদী আলেমদের "মার্কামারা" গালমন্দে না দমিয়া তাহার অদম্য সাহস বুকে নিয়া মৌলানা সাহেবের সঙ্গে সত্য প্রচার করিয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

★

তারুয়ার জলসা

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৮তম সালানা জলসা
আগামী ১৭, ১৮ই মার্চ্চ সন ১৯৬৮ ইং,
৩রা ও ৪ঠা চৈত্র সন ১৩৭৪ বাং
রোজ শনি ও রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হইবে।

আলোচ্য বিষয়ঃ—দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) শুভাগমন, আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে দুনিয়াবাসীকে রক্ষার উপায়, তৌহিদের শিক্ষা এবং হযরত নবী করীমের (দঃ) পূন্যময় জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের উপায় সম্বন্ধে ইসলাম পন্থীগণের দায়ীত্ব ও কর্তব্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোতে বর্তমান জমানায় উদ্ভুত পরিস্থিতি ও সমস্যাবলীর মিমাংসা ও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইবে।

বহু খ্যাতনামা বক্তা সভায় যোগদান করিবেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বন্ধুগণকে সবান্ধবে জলসায় যোগদানের জন্য আবেদন জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মেহমানদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা স্থানীয় আঞ্জুমানের পক্ষ হইতে করা হইবে। বিছানাপত্র সঙ্গে আনিবে না।

উদ্বোধনী বক্তৃতা

প্রাদেশিক সালানা জলসা, ই. পি. এ. এ, ঢাকা

১৬।২।৬৮

উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ,

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

গত জলসা থেকে আবার একটা বছর ঘুরে গেলো। এই বছর জগতের এবং আমাদের জামাতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে লেখা থাকবে।

গত জুন মাসে ইসরাইলের আলেমানা হামলায় আরব রাষ্ট্র সমূহের বিপদ এবং বয়তুল মুকাদ্দাসের হস্তচ্যুতি মুসলমান জাতির জন্য এক মহা দুঃখময় ঘটনা। লজ্জায় এবং ক্ষোভে যখন সারা মুসলমান জাতি মুহ্যমান, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে ঐ ঘটনার এক মাসের মধ্যেই আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে আহমদী মেয়েদের অকুণ্ঠ দানে নির্মিত "নুসরত জাহান" মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে ইউরোপে গমন এবং সেখানে বিভিন্ন শহরে ইসলামের সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারের বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদ-পত্র যোগে পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রচার এবং ২৮শে জুলাই তারিখে লণ্ডন শহরের ওয়াণ্ডার্সওয়ার্থ হলে তাঁর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ইসলামের উপর আপতিত কালো মেঘের কোলে সোনালী আলো এঁকে দিলো। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল শান্তি ও সতর্কবাণী। উক্ত বক্তৃতায় তিনি জগত-বাসীকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে [ভীতিপ্রদ ধ্বংসের মুখ দেখবে। আল্লাহ্‌তায়ালার আসন্ন আযাব হ'তে বাঁচবার একমাত্র উপায়, সময় থাকতে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয়ে স্থান লাভ করা। এ ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পথ ও পন্থা নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেল, পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বাণীর ভিত্তিতে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র মানব জাতিকে এক মণ্ডলিভুক্ত দেখতে চান। সৃষ্টির লক্ষ্য ইহাই। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে দিয়ে বিশ্ব মানবতার শিক্ষা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুগমণে পবিত্র কুরআনের অনুশীলনেই সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। সে জন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সারা বিশ্বে কার্যকরী আদর্শের দ্বারা প্রচার করা। এ কাজ মুসলমানদের। প্রথম যুগে সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ) এবং কিছুকাল যাবৎ তাঁহাদের পরবর্তীগণ এ সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য যথাবিহিত ভাবে সম্পাদন করে গেছেন।

এই অনন্যসাধারণ কাজের জন্য এক মজবুত কেন্দ্র, ধর্মের জন্য জান এবং মালের কুরবানী, অক্লান্ত ও বিরামহীন প্রচেষ্টা এবং সুদৃঢ় প্রচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথম যুগে খেলাফতের প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা ছিল। খলিফা ছিলেন ধর্মের প্রাণ কেন্দ্র। তিনি ইসলামের শিক্ষাকে সচল রাখার ও প্রচারের জন্য পূর্ণ ব্যবস্থা রাখতেন। কিন্তু কালের গতিতে খেলাফতে শাহী রঙ ধরে গেল। পরিণামে বিকৃতি ঘটে খেলাফতের প্রাণ বায়ু উড়ে গেলো। ইসলামের সচল গতি অচল হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন এ যুগে যথা সময়ে তাঁর প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করে আবার

আধ্যাত্মিক খেলাফৎকে কায়েম করেন। তিনি ইসলামের খাঁটি আদর্শে মুসলমানগণকে পূণর্জীবিত করার এবং ইসলামের প্রচারকে সচল ও সতেজ করার ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা করেছেন। নিজেদের জীবনে ইসলামের শিক্ষাকে প্রতিফলিত করে ইসলামকে বিশ্বে জয়যুক্ত করতে একমাত্র তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত রতী।

বিশ্ব আজ অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের লোভ, লালসা ও হিংসা প্রবল হয়ে জগতকে আশু ধ্বংসের দিকে ধেয়ে নিয়ে চলছে। মানব জাতির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আজ ব্যধিগ্রস্ত। এর প্রতিকার একমাত্র কুরআন করীমে আছে। ইহাতে মানব জাতির সকল রোগে নিরাময়ের সুব্যবস্থা আছে। ইহা شفاء لما س সুতরাং আজ মানবতাকে রক্ষা করতে হলে মানব জাতিকে পবিত্র কুরআনের দিকে মনোযোগী হ'তে হবে।

আমাদের প্রিয় ইমাম. সেই জন্য আমাদিগকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার দিকে অবিরাম আহ্বান জানাচ্ছেন। আমাদিগকে পবিত্র কুরআন শিখে, পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে, জগতবাসীকে ইসলাম শিখাতে হবে। তাই তিনি আদেশ দিয়েছেন, জামাতের প্রতিটি আহমদী আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেন তিন বছরের মধ্যে কুরআন শিখে ফেলে।

তিনি বলেছেন, শীঘ্রই সময় আসছে, যখন পৃথিবীর সকল দিক থেকে ইসলামকে জানবার জন্য, ইসলাম ধর্ম শিক্ষা করার জন্য শিক্ষক পাঠানোর ডাক আসবে। তখন হাজার হাজার মোবাল্লেগের প্রয়োজন হবে। তিনি বলছেন, এখন হতে যদি আহমদীয়া জামাতের প্রতিটি মানুষ সেই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত না হয়, তা হলে সেদিন এত মোবাল্লেগ কোথায় পাওয়া যাবে? সেদিন যদি আমরা জগতবাসীর দাবীকে মিটাতে না পারি, তাহলে খোদার কাছে আমরা কেয়ামতের দিনে কি জবাব দিব? হযরত আকদাসের এ কথা বড় মর্মভেদী। সুতরাং আপনারা সকলে আপনাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হোন।

স্মরণ রাখবেন, প্রথমে আমাদের প্রত্যেককে আদর্শ মুসলমান হতে হবে। আমাদের কথায়, কাজে ও আচরণে যেন ইসলামের আলো প্রকাশমান হয়; এর জন্য আমাদিগকে চরম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

প্রথমে আমাদিগকে আপন ঘরে প্রস্তুত হতে হবে এবং দ্বিতীয় দফায় বহির্বিশ্বের অভিযানে বের হতে হবে।

আপন গৃহে প্রস্তুতির জন্য হযরত আকদাস পবিত্র কুরআনের তালিম, ওয়াক্‌ফে আরজী, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, কুসংস্কার ও কদাচার পরিত্যাগ, এবং মালী কুরবানী ইত্যাদির দিকে আহ্বান দিচ্ছেন। তাঁর আহ্বানের পরিমাণ দেখে চঞ্চল হলে চলবে না। শয়তান এখন তার চরম শক্তি নিয়ে মানবতার উপর চরম হামলা চালিয়েছে। সেই হামলাকে প্রতিহত করতে আমাদিগকেও চরম কুরবানী করতে হবে। কাজের তুলনায় আমাদের চরম কুরবানীও আটায় লবনের পরিমাণ বরাবর হবে। কিন্তু হযরত আকদাস বলেছেন, আমাদের চেষ্টা শেষ করার পর আমরা খোদার নিকট এই নিবেদন করবো, "হে খোদা, তোমার কাজে আমাদের ক্ষমতা শেষ করেছি, আমাদের যা দিবার ছিল, তা দিয়েছি, এখন তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর।" আল্লাহতায়ালা তখন তাঁর অপার করুণায় সকল বাধা দূর করে ইসলামের জগজ্জয়ী বিজয় এনে দিবেন।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের। একাজ প্রত্যেক পিতা মাতা ও গার্জেনের উপর ন্যস্ত। যেখানে তারা অক্ষম সেখানে

জামাতের নিযামের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় আঞ্জুমান, খোদ্দাম আনসার ও লাজনাকে এক যোগে প্রোগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে।

ওয়াক্‌ফে জদীদের তরফ থেকে এ কাজের জন্য প্রত্যেক গ্রাম্য জামাতে একজন করে মোয়াল্লেম রাখার পরিকল্পনা হয়েছে। সেজন্য ১০০০ মোয়াল্লেমের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে হাতে আছে ৮০ জন। সুতরাং আরও ৯২০ জন মোয়াল্লেমের প্রয়োজন। এ সংখ্যা পূরণ করার জন্য ৯২০ জন ওয়াকেফে জিন্দেগীর প্রয়োজন এবং তাদের যথাযোগ্য ওজিফাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন। মোয়াল্লেমের সংখ্যা পূরণের জন্য হযরত আকদাস পিতামাতাদের নিকট তাদের সন্তানগণকে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাদের খরচপত্র চালানোর জন্য প্রত্যেক আতফালের উপর মাথা পিছু ৫০ পয়সা করে চাঁদা নির্ধারণ করেছেন। এদিকে জামাত ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। আমি জামাতের ভ্রাতা ভগ্নিগণকে হযরত আকদাসের এই আহ্বানে একযোগে সাড়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

যেহেতু আমাদের গৃহে প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক আমাদের হাতে নাই, সেই জন্য হযরত আকদাস ওয়াক্‌ফে আরজির দপ্তর খুলেছেন। তিনি গত বছর এই দপ্তরের জন্য ৫০০০ ওয়াকেফে আরজি চেয়েছিলেন। এ বছর তিনি ১০০০০ ওয়াকেফে আরজীর আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে গত বৎসর প্রায় ১৫০ জন এই দপ্তরে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এ সংখ্যা আমাদের জন্য কম ছিল। এ বছর আমাদের ভ্রাতাদের মধ্য থেকে আশা করি অন্ততঃ ৫০০ জন ওয়াকেফে আরজীতে যোগ দেবেন। প্রত্যেককে দুই সপ্তাহ হতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থানুযায়ী সময় দিতে হবে। তাদের প্রধান কাজ হবে জামাতের তালিম তরবিয়ত করা। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং জামাতের আখলাককে ঠিক করা।

যতদিন পর্যন্ত না ওয়াক্‌ফে জদীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোয়াল্লেম তৈয়ার হয় ততদিন এই দপ্তর কাজ করে যাবে, যাতে শিক্ষকের অভাবে জামাতের প্রস্তুতি পিছনে না পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে এ কাজ তরান্বিত হয়েছে। আমরা যেন এখানে পিছনে না পড়ি সে বি য়ে ভ্রাতাগণ লক্ষ্য রাখবেন।

নিজেদের আখলাককে সংশোধন করার জন্য হযরত আকদাস আমাদিগকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও কদাচার ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। পরদা করা এবং ছেলেমেয়েদের কলেজে সহশিক্ষা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। বে-পরদা চলা ও সহশিক্ষা সমাজে ব্যাভিচার আনার জন্য রাজপথ বিশেষ। যাদের স্কন্ধে দুনিয়া হতে ব্যাভিচার দূর করার দায়িত্ব। তাদিগকে এই দুই মন্দ প্রথাকে শক্ত হস্তে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। হযরত আক্‌দাস (আইঃ) বলেছেন, আগামী ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে জগতে এক বিরাট ধ্বংসলীলা সাধিত হবে এবং নূতন তথা ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। ঘর যখন জীর্ণ হয়ে যায়, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সময় থাকতে নিজ হাতে উহাকে ভেঙে ফেলে। যে উহা না করে, সে অচিরেই পরিবার পরিজন সহ ঘর চাপা পড়ে মরে। যাঁর চোখে আকাশের আলো এসে লেগেছে, তিনি আমাদিগকে সেই মহা দৈব বিপদের সংবাদ দিয়েছেন। আমরা তাঁকে চিনেছি, জেনেছি এবং মেনেছি। তিনি প্রত্যেক আহমদীর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং সকল প্রকার কদাচার পরিহার করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং ভ্রাতাগণ এ দিকে অবহিত হোন এবং সকল অকল্যানের

পথকে বর্জন করে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে শিরোধার্য করুন। উহার জন্য সমবেত জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য আগে হতে প্রস্তুত হোন। জড়বাদী কুশিক্ষা ধ্বসে যাবে, খসে যাবে, লোপ পেয়ে যাবে। যারা কুশিক্ষার মায়ামৃগের পিছনে ছুটবে তাদের একই পরিণাম হবে।

হযরত আকদাস আমাদিগকে বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে খাঁটি ইসলামী নীতি অনুযায়ী ব্যয় সঙ্কোচ করতে আদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নিজের বাণী পেশ করেছেন, যা প্যাম্পলেট আকারে ছেপে জামাতের মধ্যে পাঠান হয়েছিল। ভ্রাতাগণের দৃষ্টি আমি ঐ আদেশের প্রতি আকর্ষণ করছি। এই উপদেশগুলি পালন করলে একদিকে যেমন আমাদের সমাজে ব্যভিচার প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনি আমরা ব্যয় সংক্ষেপ করে জামাতের বর্তমান প্রয়োজন মিটাবার জন্য যথাযথভাবে মালী কুরবানী করতে সক্ষম হবো।

হযরত আকদাস আমাদের সম্মুখে যে সব কর্মসূচী পেশ করেছেন, তা পূর্ণভাবে পালন করা এক দিকে নিজেদিকে আসন্ন মহা বিপদ হতে বাঁচবার জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি জগতবাসীকে বাঁচবার জন্য আমাদের স্কন্ধে যে কর্তব্য ভার ন্যস্ত হয়েছে, উহা পালন করার জন্য ততোধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, আমাদের সম্মুখে যে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের সূরা হুদে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যার বর্ণনা পেয়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছিলেন, "সূরা হুদ আমায় অকাল বার্ধক্য এনে দিয়েছে।" যে বিপদের সংবাদে তিনি এত দূরে থেকেও অকাল বার্ধক্য বোধ করেছিলেন, আজ আমরা তাঁর রুহানী ওয়ারীস হয়ে বিপদের একান্ত নিকটে এসে নির্ভয় হওয়া উচিৎ নয়। তাই হযরত আকদাস (আইঃ) গত সালানা জলসায় দোয়া আরম্ভ করার পূর্বে জানিয়েছিলেন যে, আজ বিশ্ব-মানবতার জন্য দোয়ার বড় বেশী প্রয়োজন। তিনি জামাতকে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহতায়ালার হুজুরে দোয়া করার নির্দেশ দেন, যেন আল্লাহতায়ালা পথভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নেন। সুতরাং আজ আমাদের জগতবাসীর হেদায়েতের জন্য দোয়া করা অতীব প্রয়োজন, যেন আল্লাহতায়ালা সকলকে হেদায়েত দিয়ে জগতকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহতায়ালা সকল মুসলমান রাষ্ট্রের হেফাযত করুন, বয়তুল মুকাদ্দাস এবং কাশ্মীরকে অচিরে শত্রুর হস্ত হতে মুক্ত করুন। ইসলামের বিজয়ের দিন নিকট হোক এবং সমস্ত মানবজাতি এক হোক এবং আল্লাহ-তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে এক আল্লাহর উপাসনা করুক। আমীন!

সকল প্রশংসা বিশ্বের রব একমাত্র আল্লাহর জন্য।

—মোহাম্মাদ

★

সংবাদ

॥ হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর আহ্বান ॥

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) ওয়াক্‌ফে আরজি প্রোগ্রামে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির যোগদানের নিমিত্ত জামাতের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

তিনি আশা করেন যে, চল্‌তি বৎসরে যেন উক্ত তাহ্‌রীকে ন্যূন পক্ষে দশ সহস্র ব্যক্তি যোগদান করেন এবং জামাতের সেবায় গভীর প্রানাবেগে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

হযরত সাহেবের উক্ত তাহরিকে নাম প্রেরনের জন্ত জামাতের সকলের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

॥ হাফেজী শিক্ষায় আহ্বান ॥

বাংলা দেশের আহমদী জামাতের মধ্যে হাফেজে কুরআনের অভাব বিধায় উপযুক্ত আহমদী ছাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নেজামের অধীনে বাকায়দা পবিত্র কুরআনের হেফ্‌জ করানোর জন্ত পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া একটি তাহরীক পেশ করিয়াছেন। উক্ত তাহরীকে যাহাতে অধিক সংখ্যক ধর্মভীরু ছাত্র যোগদান করিয়া, একটি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে থাকিয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্ত আহ্বান জানানো যাইতেছে। যোগদান-কারী ছাত্রদিগকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জনাব হাজী মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব একজন ছাত্রের জন্ত মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩ বৎসরের জন্ত সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া উক্ত তাহ্‌রীকের সূচনা করেন।

আলহামদু লিল্লাহে।

এই বরকত পূর্ণ তাহ্‌রীকে যাহারা অর্থ ও উপযুক্ত ছাত্র দিয়া শরীক হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক প্রাদেশিক আমীর সাহেবের সহিত যোগাযোগ করুন।

॥ শুভ বিবাহ ॥

ওয়াক্‌ফে জদীদের মোয়াল্লেম জনাব শহীদ আহমদ সাহেবের সহিত ক্রোড়া (কুমিল্লা) নিবাসী মোঃ আবদুল গফুর সাহেবের কন্যা বেগম হালিমা খাতুনের শুভ বিবাহ কন্যার পৈতৃক বাস ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দম্পতির জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা করিয়া বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানান হইয়াছে।

॥ দোয়ার আবেদন ॥

সুন্দর বন জামাতের অন্তর্গত জনাব আবদুল ওয়াজেদ সাহেব (স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার) বিগত ৭।৮ বৎসর যাবৎ ডিও ডিনাল আলসার রোগে ভুগিতেছেন। সর্ব প্রকার চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও তিনি কোন রকম স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই।

তিনি যাহাতে শীঘ্রই রোগ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া স্বীয় জান মাল দিয়া জামাতের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে পারেন, সেজন্ত জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নিগণের নিকট দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ায় মসজিদে মোবারকের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবকে ভাষণ দিতে দেখা যাইতেছে।

(অভ্যন্তর ভাগ)

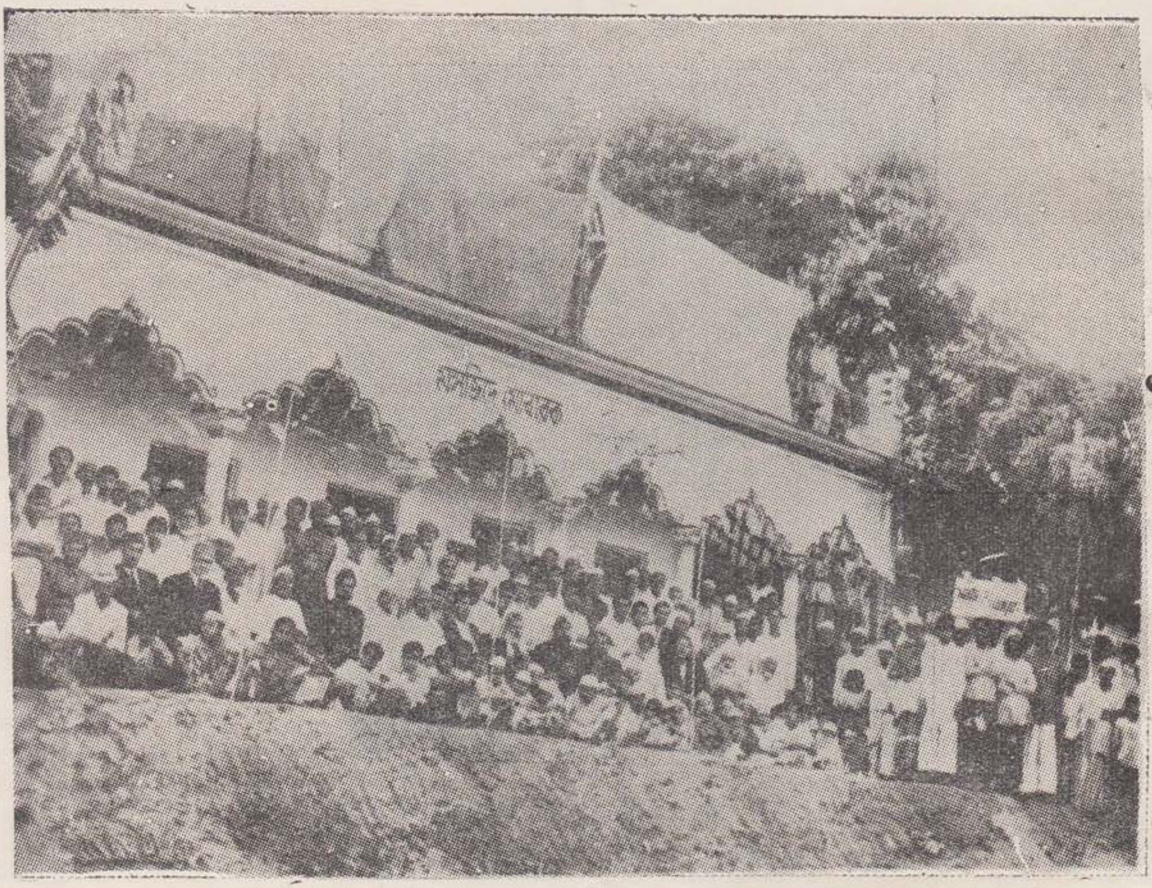

মসজিদে মোবারকের উদ্বোধন উপলক্ষে সমাবিষ্ট আহমদীদের একাংশ।

(সম্মুখ ভাগ)

॥ প্রাদেশিক সালানা জলসা ॥

বিগত ১৬, ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী '৬৮ সাল, শুক্র, শনি ও রবিবার তিনদিন ব্যাপী প্রাদেশিক ৪৮ তম সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের সকল জামাত হইতে বিপুল সংখ্যক আহমদী সহ বহু গায়ের আহমদী ও এই জলসায় যোগদান করেন।

প্রাদেশিক আমীর মুহ্তারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম দিনের অধিবেশন শুরু হয়। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবী শামসুর রহমান (বার-এ্যাট-ল) সাহেব সকল আগন্তুকের উদ্দেশে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর প্রাদেশিক আমীর মুহতারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ প্রদাণ করেন। উক্ত অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মৌলবী সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি ও তথ্য প্রধান মৌলবী মোস্তফা আলী সাহেব, ইসলাহ ও ইরসাদের নাজির, মুহ্তারিম কাজী মোহাম্মাদ নাজির সাহেব যথাক্রমে বর্তমান বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের অবদান, রসুলুল্লাহ্র জীবন ও শিক্ষা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর উর্দ্ধগমন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম ভাগে মহিলাদের নিমিত্ত পৃথক অধিবেশন বসে। মুহ্তারিম কাজী মুহম্মাদ নাজির সাহেব আহমদী মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব উহার তরজমা পেশ করেন।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবী শামসুর রহমাম বার-এট-ল সাহেব। উক্ত অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব, মৌলবী সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, মুহতারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, মুহতারিম কাজী মুহাম্মাদ নাজির সাহেব যথাক্রমে মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম, ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জাল, আল্লার অস্তিত্বের প্রমাণ, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আশেকে মসিহ মওউদ (আঃ) বিষয়ে গভীর আলোক পাত করেন।

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুহতারিম সাহেব জাদা সেখ জাফর আহমদ সাহেব। এই অধিবেশন আনসারুল্লার কর্তব্য, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য, বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ধর্মীয় হেদায়েত, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের বৈশিষ্ট্য, ওয়াকিফে জিন্দেগীর দায়ীত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আনসারুল্লার জয়ীম মৌলবী মকবুল আহমদ সাহেব, প্রফেসর মৌলবী আবুল খালেদ সাহেব, মুহতারিম সেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলবী আহমদ সাদেক মাহ্মুদ সাহেব ও মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব।

পরবর্তী অধিবেশনে ঢাকার আমীর মুহতারিম মৌলবী সেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে খেলাফত, বহির্দেশে ইসলাম প্রচার, খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর তাহ্রীক, ইউরোপ ভূখণ্ডে তাঁহার ঐতিহাসিক সফর, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দেন যথাক্রমে এডভোকেট মৌলবী বদরুদ্দীন সাহেব, মৌলবী আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, মহতারিম কাজী মুহাম্মাদ নজির সাহেব. সদর মুরুব্বী সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, মৌলবী শামসুর রহমান সাহেব।

সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের মাধ্যমে প্রতিটি অধিবেশনের কার্য শুরু হয় এবং দোয়ার শেষে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অধিবেশন শেষে রাত্রে যথাক্রমে প্রাদেশিক শূরা ও মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ সম্মেলন বসে। মুহতারিম মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব মজলিশে শূরার সভাপতিত্ব করেন।

জেলা কায়েদ জনাব শহীদুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খোদ্দামুল আহমদীয়ার সম্মেলনে মজলিশের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া ও জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

॥ ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ায় সালানা জলসা ॥

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫০ তম সালানা জলসা ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী '৬৮ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আমীর সহ প্রদেশের বহু বিশিষ্ট বাগ্মী ও চিন্তাবিদগণ ইহাতে বক্তৃতা করেন। উক্ত জলসায় যথেষ্ট সমাবেশ হয়।

॥ মসজিদে মোবারকের উদ্বোধন ॥

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অন্তর্গত আহ্‌মদী পাড়ার নব নির্মিত মসজিদে মোবারকের শুভ উদ্বোধন হয়। প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব উহার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন কালে স্থানীয় ভ্রাতৃগণ ছাড়া বাহিরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই উদ্বোধন কার্যের দোয়াতে শরীক হন।

দোয়ার শেষে মিষ্টান্ন বিতরন করা হয়।

মো. আ. সা.

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings —	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs 8 00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1 75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0 50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2 00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুনঃ

১। বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩। ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
৪। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫। হোশান্না	,, ,,
৬। ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮। খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯। বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০। বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road Dacca - 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.